দৈনিক ইনকিলাব

13 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া

প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষার ভিত্তি। সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও এখনো দেশে ১৪ হাজারেরও বেশী গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে সম্প্রতি এক রিপোর্টে জানা যায়। অন্যদিকে গতকাল প্রকাশিত একাধিক দৈনিকের খবরে প্রকাশ, দেশে প্রতিবছর যত সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তার অর্ধেকই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে বা ঝরে যায়। প্রকাশিত হিসাবে দেশে প্রতিবছর প্রায় ৪৪ লাখ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, এদের মধ্যে ২২ লাখ শিক্ষার্থীই পঞ্চম শ্রেণীতে পৌছার আগেই ঝরে পড়ে। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করার পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাপকহারে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার বর্তমান প্রবণতা রোধ করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বৃহস্পতিবার রাজধানীতে একটি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য ২০০৯ সালের নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ব্যাপক হারে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বা ড্রপ-আউটকে নতুন সরকারের ইশতেহার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করার পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক, সুপ্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা, উন্নততর পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং সহশিক্ষা ক্রমিক কর্মকাণ্ড ও অতিরিক্ত বইপত্র পাঠে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে মত দেন শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা।

সরকার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ধারা অব্যহত রাখলেও শিক্ষার মানোন্নয়নে আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। বিগত সরকারের সময় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য এবং উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব হলেও পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব হয়নি। বছরের প্রথম দিনই নতুন শিক্ষা বছরের জন্য পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু হলেও এবার টেকনিকেল কারণে সকল প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষার্থীদের বইয়ের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। এ ধরনের সংকট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হয়রানি ও নিরুৎসাহিত করে তুলতে পারে। ভবিষ্যতে মাধ্যমিক স্তরেও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কথা বলা হলেও এখনো সব প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বই সরবরাহ নিশ্চিত করতে না পারা হতাশাজনক। সকল শিক্ষার্থী যাতে বছরের শুরুতেই সহজে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক পেতে পারে, তার ব্যবস্থা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকেই করতে হবে।

সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, জনসচেতনতা এবং জীবনমান উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার একটি বড় ভূমিকা থাকে। এই বাস্তবতায় শিক্ষার প্রাথমিক স্তরকে সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই সাথে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানসহ মেধাভিত্তিক উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের পরও শিক্ষার্থী ঝরে পড়া অব্যাহত থাকার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। পারিবারিক দারিদ্র্য এবং অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণেই মূলতঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ না থাকা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত শিক্ষক না থাকায়ও শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো বাস্তবভিত্তিক এবং স্কুল ও শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ আনন্দময় ও উৎসাহব্যঞ্জক করে গড়ে তোলা এবং শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনও এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য। অঞ্চলভিত্তিক ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষা ও অপুষ্টির কথা বিবেচনা করে বিদ্যালয়ে পুষ্টিকর টিফিনের ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষায় বেসরকারীকরণ রোধসহ যে কোন এডহকভিত্তিক প্রকল্প পরিহার করে প্রকৃত বাস্তবতায় স্থায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মসজিদ-মন্দিরভিত্তিক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো বিস্তৃত করার সাথে সাথে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সামাজিক শক্তিকে আরো বেশী সম্পৃক্ত করা হলে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।